এসো দ্বীন শিখি

ইছলাম কি/ ইছলাম ধর্মের পরিচয় কি ?

ইছলাম হলো সেই দ্বীন, যে দ্বীন দিয়ে আলাহ্ ﷻ তাঁর রাছুল মোহাম্মাদ ﷺ কে সমগ্র মানবজাতির প্রতি পাঠিয়েছেন ।
আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:

اري‌ذنو اريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو

অর্থাৎ:- আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি । (ছুরা ছাবা-২৮)
ইছলাম হলো সেই দ্বীন, যদ্বারা আলাহ্ ﷻ অন্য সকল ধর্মের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন । তিনি ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

ام كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين وكان الله بكل شئ عليما.

অর্থাৎ:- মোহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নয়, বরং তিনি আলাহ্র রাছুল এবং শেষ নবী । আলাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত । (ছুরা আল আহযাব- ৪০)
যেহেতু উলেখিত আয়াত দু'টিতে আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন যে, তিনি মোহাম্মাদকে ﷺ সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী; সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাই এর দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মোহাম্মাদ ﷺ এর নিয়ে আসা দ্বীন বা ধর্মই হলো সমগ্র মানবজাতির একমাত্র দ্বীন এবং যেহেতু তিনি হলেন সর্বশেষ নবী ; তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাছুল আসবেন না, তাই তাঁর নিয়ে আসা দ্বীনই হলো সর্বশেষ দ্বীন ।
ইছলাম হলো সেই ধর্ম, যেটাকে আলাহ্ ﷻ তাঁর বান্দাহ্দের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, যদ্বারা তিনি তাদের প্রতি তার নি'মাত সম্পন্ন কছেন এবং যেটাকে তিনি ধর্ম হিসাবে তার বান্দাহ্দের জন্য পছন্দ ও মনোনীত করেছেন ।
আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا.

অর্থাৎ:- আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত (বিশেষ দান ও অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইছলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম । (ছুরা আল মা-য়িদা- ৩)
আলাহ্ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

إن الدين عند الله الإسلام. (سورة آل عمران-১৯)

অর্থাৎ:- নিঃসন্দেহে আলাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইছলাম । (ছুরা আ-লে 'ইমরান ১৯)
ইছলাম হলো সেই দ্বীন, যে দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন আলাহর্ নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين.

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি ইছলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কখনো তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত ।(ছুরা আ-লে 'ইমরান- ৮৫)
আলাহ্ ﷻ সমগ্র মানব জাতির উপর ফর্য করে দিয়েছেন তারা যেন আলাহর্ দ্বীন ইছলামকে গ্রহণ ও পালন করে । তাইতো তিনি তাঁর রাছুলকে সম্বোধন করে বলেছেন:-

قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموت والأرض لا إله إلا هو يحى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون.

অর্থাৎ:- বলে দাও, হে মানবমন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আলাহ্র প্রেরিত রাছুল । সমগ্র আছমান ও যমীনে তাঁর (আলাহ্র) রাজত্ব । তিনি (আল-াহ) ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই । তিনি (আলাহ) জীবন ও মৃত্যু দান করেন । সুতরাং তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আলাহ্র উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর; যিনি বিশ্বাস রাখেন আলাহ্র এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর! তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার । (ছুরা আল আ'রাফ- ১৫৮)
হযরত আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, রাছুল ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.

অর্থাৎ:- যার হাতে (যে আলাহ্র হাতে) মুহাম্মদের প্রাণ তার শপথ, ইয়াহুদী হোক কিংবা নাসারা হোক, এই উম্মতের যে কেউ আমার কথা শুনার পর আমাকে যা দিয়ে (যে দ্বীন দিয়ে) পাঠানো হয়েছে, তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করবে সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে (ছহীহ মুছলিম)
রাছুলের ﷺ প্রতি ঈমান পোষণের অর্থ হলো, আলাহ্র পক্ষ থেকে তিনি যা বলেছেন তথা তিনি দ্বীনের যে বার্তা পৌছিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে আলাহ ﷻ যা (যে দ্বীন বা শরী'য়ত) প্রবর্তন করে দিয়েছেন, শুধুমাত্র সেই (শরী'য়ত) অনুযায়ী আলাহ্র 'ইবাদত করা, সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করে সাথে সাথে তা গ্রহণ করা এবং এর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা প্রদর্শন করা ।
রাছুলের ﷺ রিছালত ও শরী'য়তকে সত্য বলে শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকারুক্তি প্রদানের নাম ঈমান নয় । একারণেই আবু তালিব রাছুলের ﷺ প্রতি ঈমানদার

বলে গণ্য হননি, যদিও তিনি রাছুল ﷺ এর নিয়ে আসা দ্বীনকে সত্য দ্বীন বলে মৌখিকভাবে স্বীকার করেছেন এবং এটাকে অন্য সকল ধর্ম থেকে উত্তম ধর্ম বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

ইছলাম হলো সেই ধর্ম, যা মানুষকে যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর দাসত্ব পরিহার ও বর্জন করে একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আলাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দাসত্ব তথা 'ইবাদত করার নির্দেশ দেয়।

দ্বীনে ইছলাম হলো সেই ধর্ম , যা মানুষকে তার ইহ-পরকালের সার্বিক মঙ্গল ও সফলতা অর্জনের পথ দেখায়।

দ্বীনে ইছলাম হলো সেই ধর্ম, যে ধর্মের মধ্যে আগেকার সকল ধর্মের মধ্যে নিহিত সব কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সর্বপরি ইছলাম ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট হলো, তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল কালের, সকল স্থানের সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর ও যথোপযোগী। আলাহ্ ﷺ তাঁর রাছুলকে ﷺ সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন:-

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه (سورة المائدة-৪৮)

অর্থাৎ:-আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়-বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। (ছূরা আল মা-য়িদাহ্- ৪৮)

"দ্বীনে ইছলাম সর্বকালের, সর্বস্থানের সকল মানুষের উপযোগী" কথাটির অর্থ হলো, ইছলামের অনুসরণ কোন যুগে, কোন সময়ে, কোন স্থানে, কোন মানুষের কল্যাণ লাভের পথে বাধা বা অন্তরায় সৃষ্টি করে না। বরং ইছলামের অনুসরণ প্রতিটি যুগে, প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ বয়ে আনে। ইছলাম ধর্ম কখনো কোন স্থান, কাল, জাতি বা পাত্রের নিকট নতি স্বীকার করে না। কেননা ইছলাম এগুলোর অধীনস্থ নয়। বরং স্থান, কাল, পাত্র এসবই হলো ইছলামের অধীন। তাই আধুনিকায়নের নামে ইছলামকে সময়-যুগ, স্থান, কাল, জাতি-গোত্র বা ব্যক্তির উপযোগী করার কোন অবকাশ নেই। ইছলাম সদা-সর্বদা সকল স্থানে সকল মানুষের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী ও কল্যাণকর।

ইছলাম হলো জ্ঞানের ধর্ম, তাতে অজ্ঞতার কোন স্থান নেই। আলাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

فاعلم أنه لا إله إلا الله

অর্থাৎ:- জেনে নাও যে, আলাহ্ ব্যতীত আর কোন (সত্যিকার) মা'বূদ নেই। (ছূরা মোহাম্মাদ -১৯)

রাছূল ﷺ বলেছেন:-

طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থাৎ:- জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুছলমানের অবশ্য কর্তব্য।

(বায়হাক্বী, তাবরানী, জামি'উ বয়ানিল 'ইল্ম)

দ্বীনে ইছলাম হলো একমাত্র সত্য ধর্ম। যে বা যারা এ দ্বীনকে যথাযথভাবে গ্রহণ করবে এবং এই দ্বীনের বিধি-বিধানকে সঠিকভাবে মেনে চলবে, তাকে বা তাদেরকে সাহায্য করার এবং অন্য ধর্মাবলম্বিদের উপর তাদেরকে বিজয়ী করার জিম্মাদার হলেন আলাহ্ ﷺ।

আলাহ ﷺ ইরশাদ করছেন:-

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (سورة التوبة-৩৩)

অর্থাৎ:- তিনিই (আলাহ) প্রেরণ করেছেন আপন রাছূলকে হেদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন তিনি এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (ছূরা আত্‌তাওবাহ্-৩৩)

আলাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন:-

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (سورة النور : ৫৫)

অর্থাৎ:- তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আলাহ্ তাদেরকে ওয়া'দা দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি (আলাহ) শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার (আলাহ্‌র) 'ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। (ছূরা আন্নূর- ৫৫)

দ্বীনে ইছলাম হলো পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও একটি পূর্ণাঙ্গ শরী'য়ত বা জীবন বিধান।

ইছলাম ধর্ম মানুষকে আলাহ্‌র একত্ব তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয় এবং আলাহ্‌র সাথে অংশীদার নির্ধারণ (শির্ক) থেকে নিষেধ করে। আলাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.

অর্থাৎ:- আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাছূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আলাহ্‌র 'ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো। (ছূরা আন্নাহ্‌ল- ৩৬)

আলাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

অর্থাৎ:- তোমরা আলাহ্র ‘ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না। (ছূরা আন্‌নিছা- ৩৬)
দ্বীনে ইছলাম মানুষকে সত্য ও সত্যবাদীতার নিদের্শ দেয় এবং মিথ্যা ও মিথ্যাচার থেকে নিষেধ করে।
ইছলাম ধর্ম ন্যায়, ইনছাফ ও সুবিচারের নির্দেশ দেয়, অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্বিচার থেকে নিষেধ করে।
এখানে বিশেষভাবে উলেখ্য যে, ন্যায়- ইনছাফ ও সুবিচারের অর্থ হলো:- অভিন্ন, একজাতীয় বা সর্বদিক থেকে সমজাতীয় বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দ্ধারণ না করে এগুলোকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং বিভিন্ন প্রকার তথা পরস্পর ভিন্ন- ভিন্ন জাতীয় বিষয়-বস্তুর মধ্যে পাস্পরিক ভিন্নতা ও পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা।
সাধারণভাবে একজাতীয় এবং বহুজাতীয় বা ভিন্নজাতীয় সকল বিষয়-বস্তুকে সমান অধিকার প্রদান কিংবা সমান দৃষ্টিতে দেখাকে ন্যায় বা ইনছাফ বলে না। যেমনটি কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা। তারা তাদের এ ভূল ধারণা ও দৃষ্টিকোন থেকেই বলে যে, ইছলাম হলো সাধারণভাবে সমান অধিকার প্রদানকারী ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে তাদের এ দাবি সঠিক নয়। কেননা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বা বহুজাতীয় বিষয়-বস্তুর পারস্পরিক ভিন্নতা ও পার্থক্যকে উপেক্ষা করে এগুলোকে সমান দৃষ্টিতে দেখা বা এক মনে করা কিংবা সমান অধিকার প্রদান করা হলো অন্যায় ও অবিচার। যেটা ইছলাম কোন অবস্থাতেই করে না কিংবা করতে পারে না।
তরল জাতীয় পদার্থ বলেই কি দুধ আর কেরোসিনকে এক দৃষ্টিতে দেখা যাবে? অবশ্যই না। তাই সাধারণভাবে ইছলামকে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বা প্রদানকারী ধর্ম বলে দাবি করা সঠিক নয়।
দ্বীনে ইছলাম আমানতদারী তথা বিশ্বস্ততার নিদের্শ দেয় এবং খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করতে নিষেধ করে।
ইছলাম ধর্ম ওয়া'দা বা অঙ্গিকার রক্ষা ও সততার নির্দেশ দেয় এবং ওয়া'দা ভঙ্গ বা প্রতারণা থেকে নিষেধ করে।
দ্বীনে ইছলাম পিতা-মাতার আদেশ মেনে চলার, তাদের সাথে সদয় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়।
ইছলাম পিতা-মাতার সাথে অসাদাচরণ ও তাদের অবাধ্যতা থেকে (যদি না তাদের কোন আদেশ পালন করতে যেয়ে আলাহ্র আদেশ-নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়।) নিষেধ করে।
ইছলাম ধর্ম আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দেয় এবং সম্পর্কচ্ছেদ থেকে নিষেধ করে।
দ্বীনে ইছলাম প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয় এবং অসাদাচরণ থেকে নিষেধ করে।
মোটকথা, ইছলাম মানুষকে উত্তম ও সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করার এবং সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়।
ইছলাম মানুষকে মন্দ ও নিকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন থেকে এবং সকলপ্রকার দূরাচার, দুর্ব্যবহার বা অসাদাচরণ থেকে নিষেধ করে।
ইছলাম ধর্ম মানুষকে সর্বপ্রকার ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং সর্বপ্রকার খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে।
যেমন ক্বোরআনে কারীমে আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

-إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

অর্থাৎ:- আলাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশিলতা, খারাপ কাজ এবং সীমালঙ্ঘন করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (ছূরা আন-নাহ্‌ল-৯০)